Diwali of Barishal

A two-day Diwali cremation ceremony is organized every year, during the occasion of Kali Puja, at the largest crematorium in the subcontinent in Barishal town of Bangladesh, at Kaunia Mahasmashan in the city to seek peace in the soul of deceased relatives. Around the Diwali festival, the Mahasmashan area becomes a popular destination for people from home and abroad.

The whole cremation area is illuminated by candlelight. At this time, relatives pray for the peace of the soul of their loved ones and the followers of traditional religion believe that worshiping the ghost on the 14th day before Kali Puja brings peace to the soul of the deceased. So, the bereaved light a lamp on the altar and pray to the Creator for heavenly bliss for the departed souls. He added that the cremation Diwali festival which started on Friday night will end at 10 pm on Saturday.

Every year on this day, Hindus come to the grave of their relatives at the original crematorium of Barisal on the full moon day of Chaturthadashi and pay their respects by lighting candles. Besides, worship is performed there. On the occasion of Diwali festival, thousands of Hindu men and women from different parts of the country gathered at Kaunia Mahasmashan and Adi crematorium of Natun Bazar. On the occasion of this festival, the cremation protection committee decorates the traditional Kaunia crematorium with lights. Thousands of people from all over the country, including India, gather at the traditional crematorium every year to pay their respects at the cremation Diwali festival.

Meanwhile, on the occasion of the Diwali festival, according to sources, the tomb of Mahatma Ashwini Kumar Dutt, one of the leaders of the anti-British movement, has recently been brought from India. Strict security measures are put in place by the administration around the Diwali festival, the largest crematorium in the subcontinent. The Cremation Diwali festival has been celebrated in Barishal since 1928. During the two-day festival, various cultural programs are organized for the visitors.

বরিশালের দীপাবলি

বাংলাদেশের বরিশাল শহরে উপমহাদেশের বৃহত্তম শ্মশানে, মৃত আত্মীয়দের আত্মার শান্তি কামনায় শহরের কাউনিয়া মহাশ্মশানে কালী পূজা উপলক্ষে প্রতি বছর দুই দিনের দীপাবলি শ্মশান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দীপাবলি উৎসবকে ঘিরে মহাশ্মশান এলাকা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে ওঠে।

পুরো শ্মশান এলাকা মোমবাতির আলোয় আলোকিত। এ সময় স্বজনরা তাদের প্রিয়জনের আত্মার শান্তি কামনা করে এবং সনাতন ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে কালী

পূজার 14 তারিখে ভূতের পূজা করলে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি পাওয়া যায়। তাই, শোকাহতরা বেদীতে প্রদীপ জ্বালিয়ে বিদেহী আত্মার জন্য স্বর্গীয় সুখের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করে। তিনি আরও জানান, শুক্রবার রাতে শুরু হওয়া শ্মশান দীপাবলি উৎসব শেষ হবে শনিবার রাত ১০টায়।

প্রতি বছর এই দিনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা চতুর্থদশীর পূর্ণিমা তিথিতে বরিশালের মূল শ্মশানে তাদের স্বজনদের সমাধিতে আসেন এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়া সেখানে পূজা করা হয়। দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার হিন্দু নারী-পুরুষের সমাগম ঘটে নতুন বাজারের কাউনিয়া মহাশ্মশান ও আদি শ্মশানে। এই উৎসব উপলক্ষে শ্মশান রক্ষা কমিটি ঐতিহ্যবাহী কাউনিয়া শ্মশানকে আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে। ভারত সহ সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর ঐতিহ্যবাহী শ্মশানে জড়ো হয় শ্মশান দীপাবলি উৎসবে শ্রদ্ধা জানাতে।

এদিকে দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি ভারত থেকে আনা হয়েছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের সমাধি। উপমহাদেশের বৃহত্তম শ্মশান দীপাবলি উৎসবকে ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 1928 সাল থেকে বরিশালে শ্মশান দীপাবলি উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে। দুই দিনব্যাপী উৎসবে দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।